গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয় ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ ঃ ১৯/০৪/২০১৫ খ্রিঃ

সভার সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১' এর বিষয়ে গত ২৬/০২/২০১৫ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা; জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, প্রতিমন্ত্রী ,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ; সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি আইন ,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সক্রিয় বিবেচনা ও সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে। গত ২৬/০২/২০১৫ তারিখের সভায় ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ আইনটি মহান জাতীয় সংসদে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।	সহকারী সচিব (সমন্বয়-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২.	তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন , আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	পার্বত্য এলাকায় মানসম্মত আবাসিক স্কুল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উন্নয়ন সহযোগী (Development Partners)দের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া, তিন পার্বত্য জেলায় কতগুলো জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুল রয়েছে, প্রাইমারী স্কুলে পড়ারযোগ্য মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত, কতগুলো নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন-সে সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। কোন কোন স্থানে নতুন করে প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন সে স্থানের নামসহ তথ্য প্রেরণের নিমিত্ত ৩০/০৩/২০১৫ এবং ০২/০৪/২০১৫ খ্রি: তারিখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র দেয়া হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা থেকে জানানো হয়েছে যে, উক্ত জেলায় ৭২টি জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুল রয়েছে, ৯৭,২৮০ জন প্রাইমারী স্কুলে পড়ার যোগ্য মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা রয়েছে এবং ৫১টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা থেকে জানানো হয়েছে যে, (ক) জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৭৯ (উনআশি) টি (খ) প্রাইমারী	

		স্কুলে পড়ারযোগ্য মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-১,০২,৯৭৬ জন (গ) নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন ২৭ (সাতাশ) টি। ইউএনডিপি কর্তৃক পূর্বে পরিচালিত ২২৮টি স্কুলের জাতীয়করণের জন্য গুচ্ছাকারে কয়েকটি স্কুলকে একটি স্কুলে রূপান্তরিত করে সংখ্যা কমিয়ে এনে জাতীয়করণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ক) ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি স্কুল ব্যতীত জাতীয়করণযোগ্য কতটি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল আছে সে তথ্য প্রেরণের জন্যও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী ২২৮টি স্কুলকে গুচ্ছাকারে কয়েকটি স্কুলকে একটি স্কুলে রূপান্তরিত করে সংখ্যা কমিয়ে এনে জাতীয়করণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় **এবং** মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। খ) উপসচিব (উন্নয়ন) ,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে হবে।	এলাকাভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজন তা নিরূপন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ পত্র দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে এলাকাভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজন তা নিরূপন করে তার তালিকা ১৫-০৩-১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলার সিভিল সার্জনদের পত্র দেয়া হয়েছে। গত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে কতগুলো কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে তার তালিকা প্রেরণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এ পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায়ের আওতায় এলজিইডি পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণ করছে। এছাড়া, জাইকার অর্থায়নে সড়ক বিভাগের আওতায় পার্বত্য জেলাসমূহের পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের কাজ চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত `পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প -২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৫)' পরিচালিত হয়ে আসছে। খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা(FAO) বান্দরবানের থানচি উপজেলায় ও রাঙ্গামাটির সাজেক ইউনিয়নে 'Increased food and nutrition Security in remote areas of CHT through resilience building Measures' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ফলজ চারা,সার,মুরগী ইত্যাদি উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি সম্পর্কিত, ফল উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। কফি, স্ট্রবেরী, রাবার চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে	উপসচিব(সমন্বয়-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। উপসচিব (উন্নয়ন)/ সিনিয়র সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় **এবং** মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

		২০/০১/২০১৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৪.	পার্বত্য অঞ্চলে পপি, তামাক চাষের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে ভূট্টা চাষসহ অন্যান্য অর্থকরী যেমন রাবার চাষ উন্নয়ন, মিশ্র ফল, ষ্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় 'উঁচু ভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পের রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন (২০১১-১৫)' প্রকল্পের মাধ্যমে রাবার চাষ করা হচ্ছে। তামাক চাষীদের নিরুৎসাহিত করে তামাক চাষের বিকল্প হিসেবে ইক্ষু ও তুলা চাষের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ইক্ষুচাষ সম্প্রসারণের জন্য পাইলট প্রকল্প (২য় পর্যায়)'টি বাস্তবায়ন করছে এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা উন্নয়ন প্রকল্প' (জুলাই/১৩-জুন/২০১৮) চলমান রয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পটি 'ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় প্রকল্পটি দ্রুত উপস্থাপনের লক্ষ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব (উন্নয়ন)/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৫.	প্রাকৃতি সৌন্দর্য্য বজায় রেখে পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটিতে সম্পূর্ণ আবাসিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের ক্লাস শুরু হয়েছে। রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি যেহেতু রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কাপ্তাই লেকের পাশে ঝগড়াবিল মৌজায় ১০০ একর এবং বালুখালি মৌজায় জমি দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি ভবন এবং রানী দয়াময়ী স্কুলের কয়েকটি কক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রেখে এবং পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ত্বরান্বিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য **শিক্ষা** মন্ত্রণালয়ে গত ১৫-০১-২০১৫ তারিখে অনুরোধপত্র দেয়া হয়েছে। **শিক্ষা** মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব(সমন্বয়-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৬.	তিন জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা যাতে অটুট থাকে সে দিকে নজর দিতে হবে।	পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। কতটি প্রাইমারী স্কুলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং কতটি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে এ বিষয়ে একটি সার্বিক তথ্য প্রদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র দেয়া হয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে যে, উক্ত জেলায় মোট ৯৮টি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি থেকে পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে যে, উক্ত জেলায় মোট সরকারীপ্রাইমারী স্কুল ০৫(পাচ)টি এবং বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল-১০টি। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে কতটি সরকারী ও কতটি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের নামসহ সার্বিক তথ্য প্রদানের জন্য গত ৩০/০৩/২০১৫ এবং ০২/০৪/২০১৫ তারিখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র দেয়া হয়। পার্বত্য জেলা পরিষদে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় **এবং** মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।